প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمِ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

কুরআনুল কারীম ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীসই মুসলিম জীবনের পাথেয়। সকল মতের সকল মুসলিমই কুরআন ও হাদীসের উপর নির্ভর করতে চান এবং নিজেদের মতের পক্ষে কুরআন ও হাদীসের প্রমাণাদি পেশ করতে চেষ্টা করেন। বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে বিভিন্ন ফিকহী মাসআলাহ বা মতামতের কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক প্রমাণাদি জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমার জ্ঞানের পরিধি খুবই সীমিত। কিন্তু পেশাগত কারণে আমি যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ে "হাদীস" বিভাগে শিক্ষকতা করি এবং সমাজের অনেকে আমাকে "আলিম" বলে মনে করেন, সেহেতু আমার ছাত্ররা এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের দ্বীনদার মুসলিম বিভিন্ন সময়ে সালাতুল ঈদের তাকবীরের বিষয়ে আমাকে বারংবার প্রশ্ন করেছেন। কেউ প্রশ্ন করেছেন: আপনারা সালাতুল ঈদের ৬ তাকবীর কোথায় পেয়েছেন? কেউ প্রশ্ন করেছেন: আমরা যে ৬ তাকবীর বলি এর পক্ষে কোনো সহীহ হাদীস কি আছে? কেউ প্রশ্ন করেছেন: সালাতুল ঈদের ১২ তাকবীরের হাদীস নাকি সহীহ? এবিষয়ে আপনার মত কি? ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন।

যেহেতু এ সকল প্রশ্ন মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর হাদীস বা সুন্নাত কেন্দ্রিক সেহেতু জ্ঞানের অভাব থাকলেও কিছু লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। জ্ঞানের অনেক কল্যাণময় শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তবে আমার মত একজন "তালিব ইলম" বা শিক্ষার্থীর জন্য বেশি কিছু শেখা বা লেখা সম্ভব নয়। এজন্য ইচ্ছা পোষণ করি ও মহান প্রভুর দরবারে দোয়া করি যে, যে কয়দিন বেঁচে থাকি আমার পড়া, আমার চিন্তা ও আমার লেখা যেন তাঁর মহান রাসূল (ﷺ)-কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। এ আবেগের ফলেই এ

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব : হাদীসের সনদ বিচার /৯-২৭

প্রথমত: হাদীস পরিচিতি /৯

ক. হাদীসের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব /৯
খ. হাদীসের 'সনদ' ও 'মতন' /১০
গ. সনদের ইতিহাস ও গুরুত্ব /১১

দ্বিতীয়ত: হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা /১২

ক. হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই পদ্ধতি /১২
খ. হাদীসের নির্ভরযোগ্যতার পর্যায় /১৯
গ. হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয়ে মতভেদ /২৩
ঘ. হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণ /২৪

দ্বিতীয় পর্ব : সালাতুল ঈদের তাকবীর বিষয়ক হাদীস /২৮-৮৯

প্রথমত: ১৩ তাকবীরের হাদীসসমূহ /৩০

ক. মারফূ' হাদীস /৩০
খ. মাউকূফ হাদীস /৩১

দ্বিতীয়ত: ১২ তাকবীরের হাদীসসমূহ /৩৩

ক. মারফূ' হাদীস /৩৩
১. ইবনু আব্বাসের (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীস /৩৪
২. সা'দ ইবনু আইয আল-কুরযের (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীস /৩৫
৩. আমর ইবনু আউফ আল মুযানীর (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীস /৩৯
৪. আব্দুল্লাহ ইবনু উমারের (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীস /৪১
৫. আমর ইবনু শু'আইব তাঁর পিতা থেকে তাঁর দাদা থেকে /৪৩
৬. ইবনু লাহী'য়াহর বর্ণনা সমূহ /৪৯
ক. ইবনু লাহী'য়াহ বর্ণিত আয়েশার (রা) হাদীস /৪৯
খ. ইবনু লাহী'য়াহ বর্ণিত আবূ হুরাইরার (রা) হাদীস /৫১
গ. ইবনু লাহী'য়াহ বর্ণিত আবূ ওয়াকিদ লাইসীর (রা) হাদীস /৫১

খ. মাউকূফ হাদীস /৪৯
১. আবু হুরাইরার (রা) কর্ম /৬০
২. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা)-এর কর্ম /৬১
ক. প্রথম হাদীস /৬১
খ. দ্বিতীয় হাদীস /৬২

গ. তৃতীয় হাদীস /৬৩
তৃতীয়ত : ৯, ৮ ও ৪ তাকবীরের হাদীসসমূহ /৬৪
ক. মারফূ' হাদীস /৬৪
১. প্রথম হাদীস /৬৪
২. দ্বিতীয় হাদীস /৬৮
৩. উপরের হাদীসদ্বয়ের পর্যালোচনা /৭৩
খ. মাউকূফ হাদীস /৭৫
১. ইবনু মাসঊদ, হুযাইফা, আবু মূসা ও আবু মাসঊদের (রা) মত ও কর্ম /৭৫
ক. প্রথম হাদীস /৭৫
খ. দ্বিতীয় হাদীস /৭৮
গ. তৃতীয় হাদীস /৮১
ঘ. চতুর্থ হাদীস /৮২
ঙ. পঞ্চম হাদীস /৮২
চ. ষষ্ঠ হাদীস /৮৩
২. ইবনু আব্বাস ও মুগীরাহ ইবনু শু'বার (রা) মত ও কর্ম /৮৪
ক. প্রথম হাদীস /৮৪
খ. দ্বিতীয় হাদীস /৮৬
৩. আনাস ইবনু মালিকের (রা) কর্ম /৮৬
৪. আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের (রা) কর্ম /৮৭
তৃতীয় পর্ব : পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত /৮৯-৯৯
১. কোনো মারফূ হাদীসই পরিপূর্ণ সহীহ নয় /৮৯
২. দুটি মারফূ হাদীস মোটামুটি গ্রহণযোগ্য /৯০
৩. ১২, ১১, ১০ ও ৬ তাকবীর সাহাবীগণ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত /৯১
৪. সাহাবীগণের কর্মের বৈপরীত্যের কারণ /৯১
৫. ফকীহগণের মতভেদ স্বাভাবিক /৯২
৬. ইমাম আবু হানীফার (রাহ) মত /৯৩
৭. বিভক্তি, দলাদলি ও বিদ্বেষ /৯৪
৮. শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানীর মত /৯৫
উপসংহার /৯৯-১০৮
গ্রন্থপঞ্জী /১০৯-১১২

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

প্রথম পর্ব
হাদীসের সনদ বিচার

প্রথম: হাদীস পরিচিতি

ক. হাদীসের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব

হাদীস বলতে সাধারণত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা, কর্ম বা অনুমোদন বুঝানো হয়। এছাড়া সাহাবীগণ ও তাবিয়ীগণের কথা, কর্ম ও অনুমোদনকেও হাদীস বলা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা, কর্ম বা অনুমোদন হিসাবে বর্ণিত হাদীসকে "মারফূ' হাদীস" বলা হয়। সাহাবীগণের কর্ম, কথা বা অনুমোদন হিসাবে বর্ণিত হাদীসকে "মাউকূফ হাদীস" বলা হয়। আর তাবিয়ীগণের কর্ম, কথা বা অনুমোদন হিসাবে বর্ণিত হাদীসকে "মাকতূ' হাদীস" বলা হয়।[১] আমরা এ আলোচনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্ম বা নির্দেশ হিসাবে বর্ণিত হাদীস অর্থাৎ মারফূ' হাদীস এবং সাহাবীগণের কর্ম বা মাওকূফ হাদীস আলোচনা করব।

কুরআন কারীমের পরে হাদীস শরীফ ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস। বস্তুত ইসলামী শরীয়তের খুঁটিনাটি বিধান জানার ক্ষেত্রে কুরআনের চেয়ে হাদীসের উপরেই আমরা বেশি নির্ভর করি। কুরআনে সাধারণত মূলনীতি বা মূল নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বিশদ বিবরণ ও বিস্তারিত বিধানাবলী জানার জন্য হাদীসের উপর নির্ভর করা ছাড়া কোনো গতি নেই। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের কথাই ধরুন। কুরআনে সালাতুল ঈদের সুস্পষ্ট কোনো উল্লেখ নেই, বিস্তারিত বিধান বা তাকবীরের নিয়মাবলী তো দূরের কথা। কুরআনে সাধারণভাবে দৈনন্দিন সালাত প্রতিষ্ঠার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং জুম'আর সালাতের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। রাতের সালাত বা তাহাজ্জুদের

---

[১] বিস্তারিত দেখুন: ইরাকী, যাইনুদ্দীন আব্দুর রাহীম ইবনুল হুসাইন (৮০৬হি), আত-তাকয়ীদ ওয়াল ঈদাহ (বৈরুত, মুআসসাসাতুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ৫ম প্রকাশ, ১৯৯৭), পৃ: ৬৬-৭০, ফাতহুল মুগীস (কাইরো, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১৯৯০), পৃ: ৫২-৬৩, সাখাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রাহমান (৯০২হি), ফাতহুল মুগীস (কাইরো, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৫) ১/৮-৯, ১১৭-১৫৫, সুয়ূতী, আব্দুর রাহমান ইবনু আবী বকর (৯১১হি), তাদরীবুর রাবী (রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীসাহ) ১/১৮৩-১৯৪।

সালাতের কথা ছাড়া কোনো প্রকার নফল-সুন্নাত বা ওয়াজিব সালাত বিষয়ে কোনো কিছুই বলা হয় নি। আবার সালাত আদায়ের নিয়মাবলী সম্পর্কেও কিছু বলা হয় নি। এজন্য ঈদের সালাত বা ঈদের সালাতের তাকবীরের বিষয়ে শুধুমাত্র হাদীসের উপর নির্ভর করা ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই।

খ. হাদীসের 'সনদ' ও 'মতন'

মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় হাদীস বলতে দু'টি অংশের সমন্বিত রূপকে বুঝায়। **প্রথম অংশ :** হাদীসের সূত্র বা সনদ ও **দ্বিতীয় অংশ :** হাদীসের মূল বক্তব্য বা 'মতন'। হাদীস সংকলনের নিয়ম হলো সংকলনকারী নিজের উস্তাদ থেকে শুরু করে রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত তাঁর সূত্র উল্লেখ করতেন। যেমন ইমাম মালিক ইবনু আনাস (১৭৯ হি) দ্বিতীয় হিজরী শতকের একজন সুপ্রসিদ্ধ হাদীস সংকলক। তিনি তাঁর মুআত্তা গ্রন্থে হাদীস সংকলন করতে তাঁর ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাঝে ৩/৪ জন "রাবী" বা বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেছেন।

একটি উদাহরণ দেখুন :

مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ».

"মালিক, ইবনু শিহাব থেকে, তিনি আবু সালামাহ ইবনু আব্দুর রাহমান থেকে তিনি আবু হুরাইরাহ থেকে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি (ইমামের সাথে) সালাতের রুকু পেল সে সালাত (উক্ত রাক'আত) পেল।"[২]

উপরের হাদীসের প্রথম অংশ "মালিক ইবনু শিহাব থেকে.... আবু হুরাইরা থেকে" হাদীসের সনদ বা সূত্র। শেষে উল্লেখিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীটুকু হাদীসের "মতন" বা বক্তব্য। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় হাদীস বলতে শুধু শেষের বক্তব্যটুকুই নয় বরং সনদ ও মতনের সম্মিলিত রূপকেই হাদীস বলা হয়। একই বক্তব্য দু'টি পৃথক সনদে বর্ণিত হলে তাকে দু'টি হাদীস বলে গণ্য করা হয়। অনেক সময় শুধু সনদকেই হাদীস বলা হয়।[৩]

---

[২] মালিক ইবনু আনাস (১৭৯) আল-মুআত্তা (কাইরো, মিশর, দারু এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী) ১/১০।

[৩] ইবনু হাজার আসকালানী, আহমদ ইবনু আলী (৮৫২ হি), লিসানুল মীযান (বৈরুত, লেবানন, মুআস্‌সাসাতু আল-আ'লামী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮৬) ৩/২৫৩।

গ. সনদের ইতিহাস ও গুরুত্ব

উপরের হাদীস ও পরবর্তী পর্বে উল্লেখিত হাদীস সমূহ থেকে কেউ ধারণা করতে পারেন যে, সাহাবী, তাবিয়ী বা তাবি-তাবিয়ীগণ সম্ভবত হাদীস লিপিবদ্ধ বা সংকলিত করে রাখতেন না, শুধুমাত্র মুখস্থ ও মৌখিক বর্ণনা করতেন। এজন্য বোধহয় মুহাদ্দিসগণ এভাবে সনদ উল্লেখ করে হাদীস সংকলিত করেছেন। বিষয়টি কখনোই তা নয়। প্রকৃত বিষয় হলো সাহাবীগণ সাধারণত হাদীস মুখস্থ করতেন ও কখনো কখনো লিখেও রাখতেন। তবে তাবিয়ীগণ বা সাহাবীগণের ছাত্রগণ ও পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ হাদীস শুনতেন, শিখতেন, লিখতেন ও মুখস্থ করতেন। হাদীস বর্ণনা করার সময় বা শিক্ষাদানের সময় তাঁরা কখনোই মৌখিক বর্ণনা ছাড়া শুধুমাত্র লিখিত পাণ্ডুলিপি কাউকে দিতেন না। পাণ্ডুলিপি সামনে রেখে বা পাণ্ডুলিপি থেকে মুখস্থ করে তা তাঁদের ছাত্রদেরকে শোনাতেন। তাঁদের ছাত্ররা শোনার সাথে সাথে তা তাদের নিজেদের পাণ্ডুলিপিতে লিখে নিতেন এবং শিক্ষকের পাণ্ডুলিপির সাথে মেলাতেন। তাবিয়ীগণের যুগ, অর্থাৎ প্রথম হিজরী শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পরবর্তী সকল যুগে মুহাদ্দিসগণ সাধারণত লিখিত পাণ্ডুলিপির সংরক্ষণ ও মৌখিক শ্রবণ উভয়ের সমন্বয় ছাড়া হাদীস গ্রহণ করতেন না। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখতে পাব যে, যে সকল হাদীস বর্ণনাকারী বা 'রাবী' শুধুমাত্র পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করে বা শুধুমাত্র মুখস্থশক্তির উপর নির্ভর করে হাদীস বর্ণনা করতেন তাঁদের হাদীস মুহাদ্দিসগণ দুর্বল বা অনির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। কারণ তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমের তাদের বর্ণনায় ভুল ও বিক্ষিপ্ততা ধরা পড়ে। এ বিষয়ে তাঁদের কড়াকড়ির একটি নমুনা দেখুন। তৃতীয় শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস ও হাদীস বিচারক ইমাম আল্লামা ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন (২৩৩হি) বলেন : যদি কোনো 'রাবী' বা হাদীস বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীস তিনি সঠিকভাবে মুখস্থ ও বর্ণনা করতে পেরেছেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ হয় তাহলে তার কাছে তার পুরাতন পাণ্ডুলিপি চাইতে হবে। তিনি যদি পুরাতন পাণ্ডুলিপি দেখাতে পারেন তাহলে তাকে ইচ্ছাকৃত ভুলকারী বলে গণ্য করা যাবে না। আর যদি তিনি বলেন যে, আমার মূল প্রাচীন পাণ্ডুলিপি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, আমার কাছে তার একটি অনুলিপি আছে তাহলে তার কথা গ্রহণ করা যাবে না। অথবা যদি বলেন যে, আমার পাণ্ডুলিপিটি আমি পাচ্ছি না তাহলেও